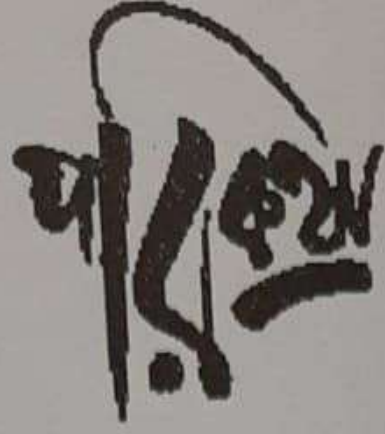


দার্জিলিং পাহাড় ও নেপালি লোককাব্য

বা জনৈতিক সীমান্ত ও দেশ-রাষ্ট্রের নির্মাণ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দীর্ঘ, বাঁটোয়ারি ইতিহাসের তুলনায় আধুনিক। মাত্র বিংশ শতাব্দীতে এখনকার রাজনৈতিক সীমান্তগুলি রচিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটিয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায়। দক্ষিণ এশিয়ার অভিনবত্বের এটি একটি কারণ। এই আধুনিক সীমান্ত রচনা সত্ত্বেও বাঁটোয়ারী ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি, পরম্পরা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। দক্ষিণ এশীয় এই বৈশিষ্ট্য আবার ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যময় ও বহুত্ববাদী চরিত্রের সংযুক্তি ঘটিয়েছে। বিভিন্ন জাতি, ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একীভূত হয়ে নির্মিত হয়েছে ‘ভারত’। ভারত ও ভারতীয়ত্বের এহেন নির্মাণ ভারতকে বহু দেশের দেশ বানিয়েছে। এমনই এক মতের কথা অমিয় দেব তাঁর ‘কম্প্যারাটিভ লিটারেচার ইন ইন্ডিয়া’ প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন যে ভারত আসলে বহু সাহিত্যের ঘর এবং কোনো একটি ভারতীয় সাহিত্য নয় আসলে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও অঞ্চলের সাহিত্যই ‘ভারতীয় সাহিত্য’ হিসেবে গড়ে উঠেছে।

এই প্রবন্ধ বলবে মূলত দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলের নেপালি লোকসাহিত্য ও লোক আদলের কথা। এই প্রাবন্ধিক বিভিন্ন লোক আদল পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে আলোচনা করবেন দার্জিলিঙের ইতিহাস, পরিচয় ও সংস্কৃতির কথা। নেপালি লোকসাহিত্যের আলোচনা দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলের বহুত্ববাদী পরিচয় এবং সংস্কৃতিকে তুলে ধরবে যা আসলে ভারতীয় পরিচয় রচনা করে এবং তার সাথে সাথে দৃকপাত করে রাজনৈতিক সীমান্তের বাঁটোয়ারী ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরম্পরার ওপর।

পশ্চিমবঙ্গের একবারে উত্তরে দার্জিলিং। আমাদের এবং সমগ্র বিশ্বের কাছে দার্জিলিঙের জনপ্রিয়তা সুন্দর হিল স্টেশন হিসেবে, যেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভূতপূর্ব চোখে পড়ে এবং যেখানে উত্তম গুণের চা পাতা চাষ হয়। ১৮৪০ সালে এখানে পরীক্ষামূলক চা চাষ শুরু হয় এবং ১৮৫৬’র মধ্যে তা বাণিজ্য শিল্প হিসেবে গড়ে ওঠে। গুণের দিক থেকে এখানকার উৎপাদন সর্বোত্তম এবং দার্জিলিং চা সারা বিশ্বে রপ্তানি হওয়া শুরু হয় এবং দার্জিলিংকে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে দেওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে তা প্রতিভাত হয়। একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে উৎপাদিত এখানকার চা সবে মাত্র ২০০৪ সালে ‘জিওগ্রাফিকাল ইনডিকেশন’ (জি. আই) সার্টিফিকেটে ভূষিত হয় এবং শ্যাম্পেনের মতো এই নামটাই তার গুণ ও আঞ্চলিক অবস্থান সম্পর্কে বিবৃতি দেয়। ‘জিওগ্রাফিকাল ইনডিকেশন’ (জি. আই) অবশ্যই এই নামকে বিশ্বের বহু জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে এবং বহু মানুষের জন্য ‘দার্জিলিং’ বলতে আজও উৎকৃষ্ট চায়ের পাতা বোঝায়। চা-উৎপাদিত অঞ্চল ছাড়াও, দার্জিলিং হিল স্টেশন হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয়।



সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

বিংশতি বর্ষ □ মে ২০১৮

সম্পাদক

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

যোগাযোগ

সাউথ গরিয়া

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

পশ্চিমবঙ্গ

পিন : ৭৪৩৬১৩

দূরভাষ : ৯৮৩০২৬৭৫৬৯

ই-মেল - parikatha98@gmail.com